34745 - নারীর জন্য অপর নারী বা মোহরেম পুরুষের সামনে যা কিছু খোলা রাখা জায়েয

প্রশ্ন

প্রশ্ন: বর্তমান যামানায় অনেক নারী পুরুষ মানুষ না থাকলে মহিলাদের সামনে এত সংকীর্ণ পোশাক পরে থাকেন যে তাদের পিঠ ও পেটের বড় একটা অংশ খোলা থাকে। আবার অনেকে ঘরে সন্তানদের সামনে একই ধরনের শর্ট পোশাক পরে থাকেন - এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ফতোয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন:

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমাদের নবী মুহাম্মদের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ইসলামের প্রথম যুগের নারীগণ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের বরকতে পূতঃপবিত্রতা, লজ্জাশীলতা ও শালীনতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন। সে সময়ে নারীগণ পরিপূর্ণ শরীর আচ্ছাদনকারী পোশাক পরতেন। নারীদের সামনে অথবা মোহরেম পুরুষের মধ্যে অবস্থানকালে তারা খোলামেলা চলতেন বা অনাবৃত থাকতেন বলে জানা যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, এমনকি নিকট অতীত পর্যন্ত মুসলিম নারীসমাজ এভাবেই চলে এসেছেন। এরপর নানা কারণে অনেক নারীর মধ্যে পোশাক ও চরিত্রের অবক্ষয় শুরু হয়েছে। সে বিষয়ে বিশদ আলোচনার স্থান এটি নয়।

নারীর প্রতি নারীর দৃষ্টি ও মেয়েদের উপর আবশ্যকীয় পোশাকের ব্যাপারে প্রচুর ফতোয়া আসার পরিপ্রেক্ষিতে ফতোয়া কমিটি মুসলিম নারীকুলকে এই মর্মে অবহিত করছে যে, লজ্জার ভূষণে নিজেকে অলংকৃত করা নারীর উপর ফরজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লজ্জাকে ঈমানের শাখা আখ্যায়িত করেছেন। শরিয়তের বিধান ও সামাজিক প্রথাগত লজ্জা হচ্ছে- নারী নিজেকে ঢেকে রাখবে, শালীনতা বজায় রেখে চলবে এবং এমন চরিত্র লালন করবে যা তাকে ফিতনা ও সন্দেহ-

সংশয়রে উৎস থকেে দূরে রাখবে। কুরআনরে সুস্পষ্ট দললি প্রমাণ কর- কোন নারী অপর নারীর সামনে তার দহেরে ততটুকু অংশ খোলা রাখতে পারবে যতটুকু মাহেরমদেরে সামনে খোলা রাখা জায়যে। অর্থাৎ সাধারণতঃ বাড়ঘিরে থাকাকালে ও গৃহস্থালরি কাজ করতে গয়িে যতটুকু উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ততটুকু। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেনে: "তারা যনে তাদরে স্বামী, পতিা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নপুিত্র, স্ত্রীলোক, অধকিারভুক্ত বাঁদ, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও নারীদরে গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো আছে তাদরে সৌন্দর্য প্রকাশ না কর।"[সূরা নূর, আয়াত: ৩১]

এই হলো কুরআনরে সুস্পষ্ট দললি। সুন্নাহও এটাই প্রমাণ কর। এর উপরইে রাসূলরে স্ত্রীগণ, সাহাবায়ে করোমরে স্ত্রীগণ ও তাঁদরেকে সঠকিভাবে অনুসরণকারী মুমনি নারীগণ আজ পর্যন্ত চলে আসছনে। আয়াতে যাদরে সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ করার অনুমতি দয়ো হয়ছেে সটো হচ্ছ- সাধারণতঃ ঘরে থাকাকাল, গৃহস্থালরি কাজ করতে গয়িে যা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং যা ঢকেে রাখা কঠনি। যমেন- মাথা, হস্তদ্বয়, ঘাড় ইত্যাদি। এর চয়েে বশেি কছিু উন্মুক্ত রাখার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর কোন দললি নইে। বরং এর চয়েে বশেি উন্মুক্ত করলে নারীর প্রতি নারী আসক্ত হওয়ার দুয়ার খুলে যাব; বাস্তবে এ ধরনরে আসক্তরি অস্তত্বি রয়ছেে এবং এ ধরনরে আচরণ অন্য নারীদরে জন্য খারাপ উদাহরণ তরৈী করব। উপরন্তু এটি অমুসলমি নারী, বহোয়া ও বশ্যোদরে পোশাক অনুকরণরে নামান্তর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে অনুসরণ করে সে তাদরে দলভুক্ত।"[ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ] সহহি মুসলমিে (২০৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছেে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গায়ে কুসুমরে রঙে (লাল রং) রঞ্জতি দুটি কাপড় দখেে বললনে: এগুলো কাফরেদরে পোশাক। তুমি এগুলো পরবে না।"

সহহি মুসলমিে (২১২৮) আরো এসছে- দুই শ্রণেীর জাহান্নামীকে আমি দখেনিাই। এক শ্রণেীর মানুষ তাদরে কাছে গুরুর লজেরে মত চাবুক থাকবে যা দয়িে তারা মানুষকে প্রহার করব। আর এমন নারী যারা পোশাক পরা সত্ত্বওে উলঙ্গ, নজিে নষ্টা, অন্যকওে নষ্টকারনিী। তাদরে মাথা উটরে বাঁকা কুঁজরে মত। তারা জান্নাতে প্রবশে করবে না। জান্নাতরে ঘ্রাণও পাবে না। যদওি জান্নাতরে ঘ্রাণ এত এত দূর থকেে পাওয়া যাব।" হাদসিে 'এমন নারী যারা পোশাক পরা সত্ত্বওে উলঙ্গ' এ কথার অর্থ হচ্ছ- কোন নারী এমন কোন পোশাক পরা যে পোশাক দহেকে আচ্ছাদতি করে না। তাই সে যদওি পোশাক পরছেে কনি্তু বাস্তবে সে উলঙ্গই থকেে গছে। যমেন- এমন স্বচ্ছ পোশাক পরা যাতে তার চামড়া পর্যন্ত দখো যায়। অথবা এমন পোশাক পরা যা তার শরীররে ভাঁজগুলো পর্যন্ত ফুটয়িে তোল। অথবা এত শর্ট-পোশাক পরা যা তার শরীররে সবটুকু অংশ আবৃত করে না।

তাই মুসলমি নারীর কর্তব্য হলো- মুমনিদরে মাতৃবর্গ, সাহাবায়ে করোমরে স্ত্রীগণ ও তাঁদরেকে সঠকিভাবে অনুসরণকারী

নারীগণরে আদরৃশকে আঁকড়ে ধরা। পর্দা ও শালীনতা রক্ষার ব্যাপারে সচষ্টে থাকা। এটি তাদরেকে ফতেনা থকেে দূরে রাখবে, মনরে মধ্যে খারাপ কামনার উদ্রকে থকেে হফোযত করবে।

অনুরূপভাবে মুমনি নারীদরে উপর ফরজ হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যসেব পোশাক হারাম করছেনে, যগুলো অমুসলমি নারীদরে পোশাক বা চরত্রিহীন নারীদরে পোশাকরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সগেুলো পরহিার করা। আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর নকিট থকেে সওয়াব পাওয়ার আশা এবং তাঁর শাস্তকিে ভয় করে এসব পোশাক বর্জন করতে হব।

এছাড়া প্রত্যকে মুসলমিরে উপর ফরজ তার অধীনস্থ নারীদরে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। অধীনস্থ নারীদরেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নষিদ্ধি, অশ্লীল, সংকীর্ণ ও উত্তজেক পোশাক পরার সুযোগ না দয়ো। তার জনে রাখা উচতি, কয়োমতরে দনি প্রত্যকে কর্তাকে তার দায়ত্বি সম্পর্কে জজ্ঞিঞেসে করা হব।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করছি তনি যিনে মুসলমানদরে অবস্থা সংশোধন করে দনে। তাদরে সকলকে যনে সঠকি পথে পরচিালতি করনে। নশ্চিয় তনি সির্বশ্রোতা, নকিটবর্তী ও দুআকবুলকারী। আমাদরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরবিারবর্গ ও তাঁর সাহাবায়ে করোমরে উপর আল্লাহ রহমত ও শান্ত বির্ষতি হোক। সমাপ্ত।

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়া সংকলন (১৭/২৯০)

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়া সংকলনে (১৭/২৯৭) এসছে-

সন্তানদরে সামনে ততটুকু খোলা যাবে প্রথাগতভাবে যা খোলা রাখা হয়। যমেন- চহোরা, দুই হাতরে কব্জ,ি দুই বাহু, দুই পা ইত্যাদ।ি সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জাননে।